আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে চিরকুট লিখে হোটেল মালিকের আত্মহত্যা

আমাকে গোসল করাবা দোকানের মধ্যে যেটি হোটেল হিসেবে আছে। আমার কাপড় চোপড় ইত্যাদি যা আছে, তোমার কাজে লাগলে নিবা। তা না লাগলে গরীব কাউকে দিয়া দিবা। তোমাকে আমি ফোন দিব ফজরের নামাজের পর। এভাবে চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন আবু সাবের (৫৫) নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী।

গতকাল রবিবার রাতে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামে তার একটি হোটেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছেন। নিহত আবু সাবের খুলনা জেলার সিটি কর্পোরেশন এলাকার বানিয়া খামার বাড়ির সোনাডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ৫ বছর আগে পারিবারিক বিরোধের কারণে নিহত আবু সাবের খুলনা থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস গ্রামের পূর্ব পরিচিত হাবিবুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তিনি কিছুদিন তার বাড়িতে থাকায় তাদের পারিবারিক ঝামেলা দেখা দেয়। এরই একপর্যায়ে আবু সাবের হাবিবুর ফকিরের বড় ভাই আশানুর ফকিরের বাড়িতে ওঠেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন বসবাস করছিল। আশানুর ফকিরের দেওয়া জায়গায় গত ৬ মাস আগে সে চা, কফি ও হোটেল নির্মাণ করে ব্যবসা করছেন। গত শনিবার রাতে ১৬ পৃষ্ঠার একটি খাতায় তার মান অভিমানের কথা লিখে এক যুবকের কাছে দেয়। তাকে জানায়, গতকাল রবিবার সকালে আশানুর ফকিরের ছেলে মিজানের নিকট খাতাটি দিবে।

তারা আরও জানান, গত শনিবার রাতে সবাই বাড়িতে চলে গেলেও আবু সাবের তার ওই হোটেলেই ছিল। রবিবার সকালে দোকান বন্ধ দেখে স্থানীয়রা ডাকাডাকি করে। পরে এলাকাবাসী ও পুলিশের সহযোগীতায় হোটেলের দরজা ভেঙে আবু সাবের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসী দাবি করে, খাতায় ১৬ পৃষ্ঠায় লেখা তার মান-অভিমানের কথা লেখা থাকলেও ঝুলন্ত লাশ দেখে মনে হচ্ছে তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

খবর পেয়ে থানার উপ- পরিদর্শক (এসআই) গোলাম হোসেন ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে সুরতহার রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করেছে। লাশের সুরতহাল রিপোর্টও নেওয়া হয়েছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধার আত্নীয়রা এসে অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় হোটেল মালিককে জরিমানা ও ৩ দিন সাময়িক বন্ধ

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। পচা মসলা দিয়ে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে চুয়াডাঙ্গা শহরের আলোচিত নিউ আল আমিন হোটেলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে একই সাথে হোটেলটি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। একই অভিযানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মানায় চুয়াডাঙ্গা শহতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের অভিযানে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নিউ আল আমিন হোটেল। তাদের বিরুদ্ধে ভোক্তাদের অভিযোগের শেষ নেই। এর আগেও একাধিকবার সেখানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটির মালিককে শতর্ক করা হয়েছে। বারবার শতর্ক করার পরও প্রতিষ্ঠান মালিক একইভাবে তাদের হোটেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

রোববার দুপুরে ঝিনাইদহ র্যাব-৬’র একটি টিমকে সাথে নিয়ে নিউ আল আমিন হোটেলে অভিযান চালানো হয়। ওই হোটেল থেকে পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত মসলা উদ্ধার করা হয়। যা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিল। ওই হোটেলের রান্না ঘরের পরিবেশ নোংরা। সেখানে বসেই রাধুনিরা খাবার তৈরী করছিলো। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৪৩ ধারায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এনামুল হককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ৩ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, ওই ৩দিন সময়ের মধ্যে নিউ আল আমিন হোটেলের পরিবেশ ঠিক করতে না পারলে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে।

এদিকে, একই অভিযানিক টিম চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অবস্থিত মৌসুমী বেকারীতে অভিযান চালায়। সেখানে স্বাস্থ্য সুরক্ষা না মেনে খাবার প্রস্তুত করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ধারায় প্রতিষ্ঠান মালিকে সাইদুর রহমানকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।অভিযান পরিচালনায় সার্বিক ভাবে সহযোগিতায় ছিলেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর একটি চৌকস দল।